Sanatan Dharma

আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা

শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা অর্থাৎ নিত্য-অনিত্য বিচার সহকারে বৈদিক অনুশাসন আমাদেরকে আমাদের জন্ম- জন্মান্তর এর ভ্রম ও অজ্ঞতা দূর করতে এবং ভিতরের দেবত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম করে ঐশ্বরিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট।

বৈদিক অনুশাসন এবং ক্রিয়াযোগ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একজন অবশেষে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কর্তার সাথে সংযুক্ত হবে। এই অবস্থায় যখন একজন জিনিসের সারমর্ম অর্জন করে, "মহাবিশ্ব জয়ী হয়"। সন্তুষ্টি, শক্তি, প্রজ্ঞা এবং সমস্ত কিছুকে সমর্থন করার ক্ষমতা বিশ্বজয়ী ব্যক্তির স্পষ্ট গুণ। এই গুণাবলী এবং আরও অনেক কিছু একজন মানুষের প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, যিনি পৃথিবীতে বাস করেই মনের সমতা লাভ করেছেন। বাস্তবতার চিরন্তন একত্বে মনের সমানতার স্থিতিশীল অবস্থা বিশুদ্ধ চেতনা বা সর্বব্যাপী সত্তার ক্ষেত্রের অন্তর্গত। এটি জীবন-শক্তির উৎস, শাশ্বত জ্ঞানের আধার, প্রকৃতির সমস্ত শক্তির উত্স এবং বিশ্বের সমস্ত সাফল্যের উত্স। যখন আপনি আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে বসবাসকারী এক পরম আত্মার সাথে আপনার একত্ব উপলব্ধি করেন। যখন আপনি সত্যিকার অর্থে সেইটিতে প্রতিষ্ঠিত হন, যা শান্তি ও আনন্দের সাগর, তখন আপনি আর দুঃখ, ক্ষতি বা ব্যর্থতার প্রবল আঘাত বা অন্যের অসংলগ্ন এবং অসম্মত কম্পনের দ্বারাও আর কেঁপে উঠবেন না। স্বার্থের বা চাহিদার ভালোবাসা কোনো প্রকৃত ভালোবাসা নয়! সত্যিকারের ভালবাসার প্রথম লক্ষণ হল যখন ভালবাসা কিছুই চায় না এবং যখন এটি সবকিছু দেয়।

ভালোবাসা শুরু হয় দ্বৈত থেকে এবং শেষ হয় ঐক্যে।

“অন্তহীনের বাঁশি এর ধ্বনি হল প্রেম। প্রেম যখন সমস্ত সীমানা ত্যাগ করে তখন তা সত্যে পৌঁছে যায়।" অনাহত ধ্বনি বা "কৃষ্ণের বাঁশি" দ্বারা আকৃষ্ট যোগীর মন অবশ্যই সমাধির অতি-চেতন অবস্থা লাভ করবে।যেমন মধুর স্বাদ গ্রহণকারী মৌমাছিটি কেবল ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয় না, এই জাতীয় যোগীর মন আর পুরানো বাসনের বা আচরণগত প্রবণতাগুলিতে আগ্রহী হবে না। ওম-প্রণবের শব্দ কম্পনে তার মন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-জগতকে ভুলে যায়। শুধু শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ো শিকড় থেকে। তাই ভগবান কৃষ্ণের বাঁশি হল প্রণবের প্রতীক। ধ্যানের সময় যখন আমাদের মন খুব স্থির হয়ে যায় তখন আমরা এই সুন্দর ধ্বনি কম্পনের মাধ্যমে আমাদের সচেতনতা শুনতে পারি এবং সুরক্ষিত করতে পারি। এটি এই বাঁশির মতো। প্রণবের ধ্বনি কম্পন যা গোপীদেরকে যমুনার তীরে তাদের প্রিয় ভগবান কৃষ্ণের সাথে দেখা করার জন্য আকৃষ্ট করেছিল। ঐশ্বরিক অভ্যন্তরীণ ধ্বনির ঐশ্বরিক সুর মোহনীয় এবং বিস্ময়কর শক্তিময়ছে। যখন এই সুন্দর ঐশ্বরিক সুর প্রবেশ করে হৃদয়ের মূল এটি ভক্তের হৃদয়কে বিশুদ্ধ প্রেমের

আনন্দে নাচতে পারে। এই বিশুদ্ধ শব্দ কম্পন হৃদয়কে প্রফুল্ল আনন্দে রোমাঞ্চিত করে এবং দীর্ঘস্থায়ী আনন্দের উদ্রেক করে। ঐশ্বরিক আভ্যন্তরীণ ধ্বনির মাধুর্য ঈশ্বর-নেশা উৎপন্ন করে। প্রণবের মাধুর্য গোপীদের আত্মাকে আলোড়িত করেছিল, তারা ঐশ্বরিক সঙ্গীতে নিজেদের হারিয়েছিল। পৃথিবী তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অভ্যন্তরীণ ধ্বনিতে লীন হয়ে গেলে এটি উড়ন্ত পাখি, বিচরণকারী গরু, বিচরণ প্রিয় ভক্তের উচ্চ চৌম্বকীয় কম্পন গতিতে নিয়ে আসবে। এই ঐশ্বরিক ধ্বনিতে লীন হয়ে গেলে প্রকৃতি নিজেই নীরব হয়ে যায় যেন এই ঐশ্বরিক সঙ্গীত শুনছে। যখন ভক্ত এই ঐশ্বরিক সুরে লীন হয়ে যায় তখন তাৎক্ষণিক বায়ুমণ্ডল ঐশ্বরিক কম্পন এবং মহাজাগতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন কেউ ভগবানকে ভিতরের শান্তি হিসাবে জানবেন, তখন আপনি তাকে উপলব্ধি করবেন যে সমস্ত কিছুর বাইরে সর্বজনীন সামঞ্জস্যের মধ্যে বিদ্যমান শান্তি। রহস্যময় এই শান্তি ভিতরে! বিস্ময়কর এই সুখ! এই সুখ শান্তি উপলব্ধি! এই সুখের সাগরে ভাসুন এবং আপনার নিজের শান্তিময় স্থিরতায় আনন্দ করুন!”

ধর্মহীন ব্যাক্তি যাই কর্ম বা গুরুসেবা বা সাধনা করুক না কেন তার কোনো কর্ম বা গুরুসেবা বা সাধনা মোক্ষদায়ী কোনো কারনেই হয় না।
কারণ প্রকৃত ধর্ম আচরণই - একমাত্র গুরুসেবার প্রকৃত যোগ্যতা বা সেবার প্রকৃত অধিকারী করে এবং সাধনা-সমাধী-মোক্ষ এর মূল ভূমি তৈরি করে

.শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ --> যম (অহিংসা + সত্য + অস্তেয় + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ) +নিয়ম (শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈস্বরপ্রণিধান)+ গুরুসেবা + গুরু আদেশ পালন + মা-বাবা সেবা + সামাজিক-সাংসারিক প্রতিটি দায়িত্ব সৎ পথে থেকে পূর্ন বিবেকের সঙ্গে প্রতিপালন + দেশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরন। এই সমস্থ আচরণগুলো পূর্ণ রূপে (নিজের মনো মতন যে কোনো একটা -দুটো পালন করলে নয়) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে l